দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

072

তারিখ 27 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

20

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ : ২০শে নবেম্বর, ১৯৮৮

অধ্যক্ষের চাকরি

বিসিএস ক্যাডারদের জাতীয় সম্মেলনে শিক্ষাসচিব জনাব হেদায়েত আহমদ সরকারী কলেজগুলিতে প্রশাসনিক নৈরাজ্যের এক করুণ ছবি সামান্য একটি উক্তির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ওই সম্মেলনে তিনি বলেছেন যে হালে কলেজের অধ্যক্ষের চাকরি 'হ্যাজার্ডাস' বা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় পরিণত হয়েছে। কলেজের যে অধ্যক্ষকে আমরা শিক্ষা ও শৃংখলার প্রতিভূরূপে জানি, যার ওপর একটি প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার চাকরি যদি বিপদসংকুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি? শিক্ষাসচিব এক কণাও অতিশয়োক্তি করেননি। কলেজের অধ্যক্ষরা হালে বড়ই পেরেশানের মধ্যে আছেন, অহরহ তাদের ছাত্রনামধারী এক শ্রেণীর যুবাপুরুষের মন জুগিয়ে চলতে হয়। এই মন জুগিয়ে চলতে গেলে বিসর্জন দিতে হয় নীতিবোধ এবং যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধ। মন যুগিয়ে না চললে আবার ব্যক্তিগত ঝুঁকি বড় বেশী হয়ে দাঁড়ায়। বিবিধ গোলমালে অধ্যক্ষরা প্রহৃত হয়েছেন তাদের বাসাবাড়ী তছনছ হয়েছে, কর্মস্থল ত্যাগ করে অধ্যক্ষদের লুকিয়ে ফিরতে হয়েছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানি পেশীসচ্ছল যুবাপুরুষদের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশের গড়পরতা চারজন অধ্যক্ষ প্রাণের ভয়ে সব সময় কর্মস্থল থেকে উধাও থাকেন। তারা না ফিরে যেতে পারেন কর্মস্থলে না পৌঁছাতে পারেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। অধ্যক্ষের চাকরি এখন এক বিষম দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধ্যক্ষের চাকরিতে এখন না আছে গৌরব, না মর্যাদা, না ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেবার কোন সুযোগ। জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে কেউ কেউ অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন বটে, তবে আফসোসের বিষয়, সর্বক্ষণই তাদের চাকরি এমন কি জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হচ্ছে। অবশ্য কলেজের অধ্যক্ষ হয়ত জেনে খুশী হবেন, বা অন্তত সান্ত্বনা পাবেন যে অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারই অনুরূপ দুর্দশা।

কলেজগুলিতে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার আরও একটি নমুনা মেলে শিক্ষামন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদের উক্তির মধ্যে। তিনি বলেছেন, এক শ্রেণীর ছাত্রই এখন শিক্ষকদের বদলির হর্তাকর্তা। তাদের মর্জির ওপরই বলতে গেলে শিক্ষকদের চাকরি নির্ভর করে। অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট বা এসিআর লেখার দায়িত্ব যেন এক শ্রেণীর ছাত্রের ওপর গিয়ে বর্তেছে। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা বড় অসহায়। শিক্ষা দান করতে গিয়ে তাদের বড় রকমের শিক্ষা পেতে হচ্ছে। কলেজ অধ্যক্ষদের চাকরি, সময় সময় জীবনের নিরাপত্তা পর্যন্ত বিপন্ন—শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যে এ বিষয়ে অবহিত এবং সহানুভূতিশীল তার প্রমাণ শিক্ষা সচিবের উক্তি।

এমন অবস্থা বেশী দিন চললে শিক্ষার বাকী ভবিষ্যৎও যে শিকায় গিয়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমাদের আশংকা, কর্মস্থল থেকে উধাও অধ্যক্ষদের সংখ্যা কেবলই বাড়তে থাকবে। এর একটা প্রতিবিধান দরকার। আমরা জানি, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেও অধ্যক্ষের অবস্থান তথা কলেজের প্রশাসনকে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না। পিঠে হাত বুলিয়ে কোন কোন অধ্যক্ষ জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাতে সাময়িকভাবে চাকরি হয়ত রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাধিস্থ হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে সরকার এবং সকল রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন, কলেজগুলিকে নৈরাজ্যমুক্ত করার জন্য আপনারা সবাই খোলামনে এবং শুদ্ধ মনে এগিয়ে আসুন। কিছুসংখ্যক যুবাপুরুষের অত্যাচার বন্ধ করা না গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন নিরাপদ করে তোলা সম্ভব হবে না। এ বিষয়টির মধ্যে কোন রাজনীতি নেই, এর মধ্যে কোন জটিলতাও নেই। অধ্যক্ষের চাকরি যদি বিপদমুক্ত না হয়, অর্থাৎ কলেজের প্রশাসন যদি নির্বিঘ্ন না হয়, তা হলে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।